সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৩১

WEEKLY BOOKLET:231

সিদ্দিকে আকবর رضی اللہ عنہ এর বাণী সমগ্র

যার জন্য কল্যাণের ওয়াদা হয়ে গেছে

খোদাভীতির মহান উদাহরণ

সালমান ফারসীকে উপদেশ

সিদ্দিকে আকবর থেকে বর্ণিত দোয়া

উপস্থাপনায়

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ؕ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

সিদ্দিকে আকবর رضي الله عنه এর বাণী সমগ্র

আত্তারের দোয়াঃ হে **মুস্তফার প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই "সিদ্দিকে আকবর رضي الله عنه এর বাণীসমগ্র" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ও তার বংশধরকে সাহাবা ও আহলে বাইতের সত্যিকার গোলামী নসীব করো আর ইশকে রাসূলের অফুরন্ত দৌলত দ্বারা ধন্য করে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আহমদ বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার ব্যাপারে আমি যা কিছু দেখেছি তার মধ্যে একটি এটাও যে, আমি স্বপ্নে জঙ্গলে একটি মিম্বর দেখলাম, আমি যখন মিম্বরের সিড়িতে উঠে গেলাম, তখন আমি জমিনের দিকে তাকালাম, তখন দেখলাম, জমিন থেকে দূরে বাতাসে একটি মিম্বর, আমি কয়েক ধাপ (Steps) উপরে উঠে গেলাম, যখন ঘুরে দেখলাম তখন শুধু সেই ধাপই (Steps) দেখলাম যাতে আমার পা ছিলো, আর কিছুই দেখতে পেলাম না, আমি দরূদ

ও সালামের ওসীলা দিয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করলাম: হে **আল্লাহ পাক!** আমাকে নিরাপত্তার পথে চালাও। এরই মধ্যে পুলসিরাতের ন্যায় একটি কালো সুতা দেখলাম, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, হয়তো এটি পুলসিরাত, যা আমাকে এসে ঘিরে নিয়েছে, আমার নিকট **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ এবং **রাসূলে পাকের** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি দরূদ ও সালাম ব্যতীত কোন আমল ছিলো না, যা এই কঠিন ধাপ অতিক্রম করতে কাজে আসবে। এমন সময় অদৃশ্য থেকে ঘোষণাকারীর এই আওয়াজ শুনা গেলো, যদি তুমি এই ধাপ অতিক্রম করে নাও তবে অপর প্রান্তে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তার সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাক্ষাতের নেয়ামত পাবে। একথা শুনে আমি খুবই খুশি হয়ে গেলাম আর আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট দরূদ ও সালামের ওসীলা উপস্থাপন করলাম, তখন হঠাৎ আমাকে এক নূরানী মেঘ উঠিয়ে নিয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে এনে ফেললো, দেখলাম; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট আছেন ও **তাঁর** ডান পাশে হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, বাম পাশে হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, পেছনে হযরত ওসমানে গনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উপস্থিত রয়েছেন, আর হযরত

www.dawateislami.net

মওলা আলী رَضِیَ اللہ عَنۡہُمَاও সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আরয করলাম: **হুযুর**! আপনি আমার জামিন হয়ে যান, তখন ইরশাদ করলেন: “আমি তোমার জামিন হলাম আর তোমার উত্তম পরিণতি হবে (তথা ভাল অবস্থায় ওফাত হবে)।” অতঃপর আমি দোয়ার আবেদন করলাম তখন তিনি ইরশাদ করলেন: আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করাকে আবশ্যক করে নাও আর অহেতুকত বিষয় থেকে দূরে থাকো। (সাআদাতুদ দারাঈন, ১২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ❀❀❀ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

যার জন্য কল্যাণের ওয়াদা হয়ে গেছে

মুসলমানের চতুর্থ খলিফা হযরত মওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللہ عَنۡہُ সূরা আম্বিয়ার ১০১নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

اِنَّ الَّذِیۡنَ سَبَقَتۡ لَہُمۡ مِّنَّا الۡحُسۡنٰۤی ۙ اُولٰٓئِکَ عَنۡہَا مُبۡعَدُوۡنَ ﴿۱۰۱﴾

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ঐসব লোক, যাদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি কল্যাণের হয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

অতঃপর ইরশাদ করেন: আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, (হযরত) আবু বকর, ওমর, উসমান, তালহা, যুবাইর, সাআদ, আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবু উবাইদা বিন জাররাহও এর অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীরে বায়যাভী, ১/১১০)

এস পে গাওয়া ওয়াল্লাজি শীশায়ে হক নুমা নবী
দেখ লো জলওয়ায়ে নবী শীশা চার ইয়ার মে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! মওলা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর বাণীর প্রতি আমাদের প্রাণ কুরবান! তিনি কতইনা সুন্দরভাবে কুরআনী আয়াত থেকে খোলাফায়ে রাশেদিন ও আশারায়ে মুবাশশারা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ব্যাপারে নিজের সুন্দর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কিরূপ দূর্ভাগা ঐ সকল লোক, যারা مَعَاذَ الله সাহাবায়ে কিরাম, খোলাফায়ে রাশেদিন বিশেষকরে শায়খাঈন করীমাইন অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا এর মহান শানের ব্যাপারে খারাপ কথা মুখে আনে বা নিজের নিকৃষ্ট মস্তিষ্কে জায়গা দেয়। এরূপ দূর্ভাগাদের দ্রুতই নিজেদের এই মন্দ ভাবনা থেকে তাওবা করে সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ব্যাপারে নিজের অন্তর ও

মস্তিষ্ককে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে নেয়া উচিৎ, অন্যথায় এমন যেনো না হয় যে, তারা দুনিয়াতেই শিক্ষণীয় নিদর্শন হয়ে যায় আর আখিরাতের ভয়াবহ আযাব স্থায়ীভাবে তাদের জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর বরকতময় সত্তা তো ঐ মহান শান সম্বলিত, যারা জাহেরী ইন্তিকাল শরীফ পর্যন্ত **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথেই ছিলেন, এখনো মাযার শরীফে সাথেই সমাহিত আছেন আর কিয়ামতে এই শান সহকারে নিজেদের কবর শরীফ থেকে বাইরে আগমন করবেন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাথেই থাকবেন। اِنۡ شَآءَ الله আমরা গোলামানে সিদ্দিকে আকবর মওলা আলী মুশকিল কোশার ফয়যানে তাঁদের পেছনে পেছনে জান্নাতে বিনা হিসাবে প্রবেশ করবো।

আলী হে উস কে দুশমন অউর ওহ দুশমন আলী কা হে
জু দুশমন আকল কা দুশমন হুয়া সিদ্দিকে আকবর কা

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওরশ শরীফ

মুসলমানদের প্রথম খলিফা, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওরশ দিবস হলো ২২ জমাদিউল আখির।

www.dawateislami.net

(তারিখুল খোলাফা, ৬২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** তাঁর প্রতি কোটি কোটি রহমত বর্ষিত হোক, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বরং **আল্লাহ পাকও** তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

মুসলমানের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমলনামায় নেকীর ভিত্তিতে আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সর্বোত্তম, **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুক যে, মুসলমানদেরকে কুরআন জড়ো করে দিয়ে গেছেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/৭২৯, হাদীস ২২২০)

তাঁর ওরশ শরীফের মুবারক দিনের বরকত নেয়ার জন্য তাঁর মুবারক বাণী ও দোয়া আলোচনা করা হচ্ছে। আশিকানে সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ! নিজেদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, গুহার সাথী ও মাযারের সাথী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর চরিত্রকে আপন করে নেয়ার চেষ্টা করুন এবং ইছালে সাওয়াবের জন্য অধিকহারে এই পুস্তিকা প্রসার করুন। সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুবারক জীবন সম্পর্কে পড়তে মাকতাবাতুল মদীনার ২টি পুস্তিকা **"আশিকে আকবর"** ও **"শানে সিদ্দিকে আকবর"** পাঠ করুন। এই পুস্তিকা দু'টি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে ফ্রি ডাউনলোডও করতে পারবেন।

নবীর সকল সাহাবী ...... জান্নাতী জান্নাতী
সকল সাহাবীয়াও ...... জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দিকে আকবরও ...... জান্নাতী জান্নাতী
আর ওমর ফারুকও ...... জান্নাতী জান্নাতী
উসমানে গনী ...... জান্নাতী জান্নাতী
ফাতেমা ও আলী ...... জান্নাতী জান্নাতী
হাসান ও হোসাইনও ...... জান্নাতী জান্নাতী
আমীরে মুয়াবিয়াও ...... জান্নাতী জান্নাতী
নবীর পিতামাতা ...... জান্নাতী জান্নাতী
নবীর সকল বিবি ...... জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বাণীসমগ্র

☆ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা গুনাহকে এমনভাবে নিভিয়ে দেয় যে, পানিও আগুনকে এতো দ্রুত নিভিয়ে দেয় না এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করা গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম।

(তারিখে বাগদাদ, ৭/১৭২, হাদীস: ৩৬০৭)

☆ **আল্লাহ পাক** তোমাদেরকে বিবাহের যেই আদেশ দিয়েছেন, তোমরা এর আনুগত্য করো, তিনি যেই ধনী করার

www.dawateislami.net

ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "যদি সে ফকির হয় তবে **আল্লাহ পাক** তাকে তাঁর অনুগ্রহে ধনী করে দিবেন।

(তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, আন নূর, ৩২নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/২৫৮২)

উপদেশমূলক বাক্য

☆ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর খুতবায় বলতেন: "কোথায় গেলো ঐসকল লোকেরা, যাদের চেহারা ছিলো সুন্দর ও উজ্জল আর তারা নিজেদের যৌবনের প্রতি গর্ব করতো? কোথায় সেই বাদশাহরা, যারা শহর নির্মাণ করেছে এবং এর চারপাশে দেয়াল বানিয়ে তা নিরাপদ করেছে? কোথায় তারা, যারা যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভ করতো? সময় তাদেরকে দূর্বল ও অপদস্ত করে দিয়েছে আর তারা কবরের অন্ধকারে চলে গেছে, তাড়াতাড়ি করো এবং মুক্তির সন্ধান করো, মুক্তির সন্ধান করো।" (ইহইয়াউল উলুম, ৫/২০১)

☆ হে লোকেরা! মিথ্যা থেকে বিরত থাকো, কেননা মিথ্যা ঈমানের পরিপন্থী। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ১/২২, হাদীস ১৬)

☆ যাদের সম্ভব তারা যেন কান্না করে আর যাদের কান্না আসে না তবে তারা যেন কান্নার মতো আকৃতিই বানিয়ে নেয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/২০১)

☆ হে লোকেরা! খোদাভীতিতে তোমাদের মধ্যে যারা কাঁদতে পারবে, তারা কান্না করো, কেননা সেইদিন অতি সন্নিকট, যেদিন তোমাদের কাঁদানো হবে। (তারিখুল খোলাফা, ৮১ পৃষ্ঠা)

কোন মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করোনা

☆ কোন মুসলমানকে কখনোই নিকৃষ্ট মনে করো না, কেননা নগন্য মুসলমানও **আল্লাহ পাকে**র নিকট উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে থাকে। (আয যাওয়াজির, ১/১৪৯)

☆ আমি তোমাদের অসীয়ত করছি যে, অভাব ও দারিদ্রতার অবস্থায়ও **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকো এবং তাঁর এমনভাবে হামদ ও সানা করো, যেভাবে করা উচিৎ এবং নিজের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো, নিশ্চয় তিনি অনেক বেশি ক্ষমাশীল। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৭০, হাদীস: ৮১)

অধিকহারে দোয়া করতে থাকো

☆ **আল্লাহ পাকে**র দরবারে ভয় ও আশা সহকারে অধিকহারে দোয়া করতে থাকো, কেননা **আল্লাহ পাক** হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام ও তাঁর পরিবারের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ۖ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৯০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তারা সৎকর্মসমূহে ত্বরা করতো এবং আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতির সাথে আর আমার দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করতো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৬৯, নম্বর ৮০)

☆ **আল্লাহ পাকের** বান্দাগণ! জেনে নাও, নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তাঁর হকের বিনিময়ে তোমাদের প্রাণ বন্ধক রেখেছেন এবং এব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে পূর্ণ ওয়াদা নিয়েছেন আর তোমাদের কাছ থেকে সামান্য ও দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া জীবনকে সর্বদা স্থায়ী জীবনের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন এবং তোমাদের নিকট **আল্লাহ পাকের** কিতাব (অর্থাৎ কুরআনে করীম) রয়েছে, যার বিস্ময় কখনো শেষ হবে না আর এর নূরও নিভানো যাবে না। এর আয়াতের সত্যায়ন করো এবং এর থেকে উপদেশ গ্রহন করো, তাছাড়া অন্ধকারের দিনের জন্য এর থেকে আলো সংগ্রহ করো, নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তোমাদের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উপর কিরামান কাতেবীনদের (অর্থাৎ আমল লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতা) নিযুক্ত করেছেন এবং যা তোমরা করো তা তাঁরা জানে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৬৯, নম্বর ৮০)

www.dawateislami.net

তাদরে মতো হয়ে যেওনা

☆ **আল্লাহ পাকের** বান্দাগণ! জেনে রাখো, তোমরা একটি নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ মৃত্যু আসা) পর্যন্ত সকাল ও সন্ধ্যা (অতিবাহিত) করছো, যার জ্ঞান তোমাদের দেয়া হয়নি। যদি তোমরা তোমাদের জীবন **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিমূলক কাজে অতিবাহিত করতে পারো তবে তাই করো কিন্তু তা **আল্লাহ পাকের** তৌফিক ছাড়া সম্ভব নয়, অতএব মৃত্যু আসার পূর্বে ও তোমাদেরকে তোমাদের মন্দ আমলের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার পূর্বে নিজের জীবনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে উপকৃত হও এবং একে অপরের উপর আমল দ্বারা অগ্রগামি হয়ে যাও। কেননা অনেক জাতী নিজেদের বয়স অন্যদের জন্য কাটিয়ে দিয়েছে আর নিজেকে ভূলে গিয়েছে। এই জন্যই আমি তোমাদের বাধা দিচ্ছি যে, তোমরা তাদের মতো হয়ে যেওনা। তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি! মুক্তি অর্জন করো মুক্তি! নিশ্চয় মৃত্যু তোমাদের পিছু নিয়েছে আর তা খুব দ্রুত এসে যাবে। (মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ৮/১৪৪, হাদীস ১)

☆ আমি সম্মানকে তাকওয়ার মাঝে, ধনাঢ্যতাকে দৃঢ় বিশ্বাসের মাঝে আর বুযুর্গীকে বিনয়ের মাঝে পেয়েছি।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪২১)

খোদাভীতির মহান উদাহরণ

☆ বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদিন পাখিদের দেখে বললেন: হে পাখিরা! হায়! যদি আমি তোমাদের মতো হতাম আর আমাকে মানুষ বানানো না হতো। (শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৮৫, হাদীস ৭৪৪। ইহইয়াউল উলুম, ৪/২২৬)

কাশ! কেহ মে দুনিয়া মে পয়দা না হুয়া হোতা
কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গিয়ো হোতা

খোদাপ্রেমের স্বাদ

☆ যে ব্যক্তি খাঁটি খোদাপ্রেমের স্বাদ আস্বাদন করে নেয় তবে তা তাকে দুনিয়ার চাহিদা থেকে দূর করে দেয় এবং তাকে সকল মানুষের প্রতি ভীত করে দেয়।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৮/৩৮৮, ৬৭নং আয়াতের পাদটিকা)

কখনো পেট ভরে খাননি

☆ আমি যখন থেকেই মুসলমান হয়েছি, কখনো পেট ভরে খাইনি, যাতে ইবাদতের স্বাদ নসীব হয় এবং যখন থেকে ইসলাম গ্রহন করেছি, **আল্লাহ পাকের** সাক্ষাতের আশায় কখনোই মনভরে পানি পান করিনি।

(মিনহাজুল আবেদীন, ৮৭ পৃষ্ঠা)

নামাযের উৎসাহ

☆ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ নামাযের সময় বলতেন: লোকেরা উঠো! নিজেদের **প্রতিপালকের** যেই আগুনকে তোমারা প্রজ্জলিত করেছো, তা (নামাযের মাধ্যমে) নিভিয়ে দাও। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬৮ পৃষ্ঠা)

জাহান্নাম থেকে সুরক্ষিত থাকার আমল

☆ আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ বলতেন: "যার এটি পছন্দ হয় যে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ রাখুক, তবে তার উচিৎ, মুমিনের জন্য দয়ালূ ও নম্র হওয়া।"

(তাম্বিহুল মুগতারীন, ৭৬ পৃষ্ঠা)

মুখে পাথর রাখতেন

☆ আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ তাঁর মুখে পাথর রাখতেন ও কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ এরূপ করতে থাকেন, এক পর্যায়ে কথা কম বলার অভ্যাস হয়ে যার, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ শুধু খাওয়া ও নামাযের সময় পাথর মুখ থেকে বের করতেন আর তা শুধু এই ভয়েই ছিলো যে, যেনো মুখ থেকে অহেতুক বাক্য বের

www.dawateislami.net

হয়ে না যায়, যখন তাঁর ওফাতের সময় সন্নিকটে এলো তখন নিজের জিহ্বা বের করে বললেন: এটা হলো ঐ জিনিস, যা আমাকে ধ্বংসের স্থানে নিয়ে যেতো (তিনি বিনয় হিসাবে এই কথা বলেছিলেন)।” (তাম্বিহুল মুগতারীন, ১৯০ পৃষ্ঠা)

☆ হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ (বিনয় সহকারে) বলতেন: হায়! আমি যদি (অহেতুক কথা বলা থেকে) বোবা হতাম। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৮)

☆ হে লোকেরা! **আল্লাহ পাকের** নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো, কেননা মুমিনের জন্য ইসলামের মধ্যে ক্ষমা ও নিরাপত্তার চেয়ে বড় আর কোন উত্তম জিনিস নেই। (তাম্বিহুল মুগতারীন, ৪৫ পৃষ্ঠা)

☆ কেউ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْہُ কে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি সকাল কিভাবে করলেন? বললেন: **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিকৃষ্ট বান্দার ন্যায়, যে তাঁর আহকামের অনুসরন করতে বাধ্য। (তাম্বিহুল মুগতারীন, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

আত্মতুষ্টি থেকে দূরে থাকতেন

☆ আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ অহঙ্কার ও আত্মতুষ্টিকে অনেক বেশি ভয়

www.dawateislami.net

করতেন, যখন লোকেরা তাঁর প্রশংসা করতো তখন তিনি এভাবে দোয়া করতেন: হে **আল্লাহ পাক**! তারা যা কিছু বলছে, আমাকে এর চেয়েও উত্তম বানাও আর যা কিছু তারা জানে না, আমার সেই আমল ক্ষমা করে দাও।

(তাম্বিহুল মুগতারীন, ২৪১ পৃষ্ঠা)

চোখ অশ্রুসজল হয়ে যেতো

☆ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন তখন তিনি তাঁর অশ্রু আটকাতে পারতেন না (অর্থাৎ অজোর নয়নে কান্না করতেন)।

(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৯৩, নম্বর ৮০৬)

☆ হুরুফে মুকাত্তাআত সম্পর্কে বলেন: প্রত্যেক কিতাবের কিছু গোপন রহস্য থাকে আর কুরআন মজীদের গোপন রহস্য হলো সূরার শুরুতে আসা হুরুফ গুলো।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী, ১ম পারা, সূরা বাকারা, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ১/১৩৬)

☆ হে লোকেরা! কল্যাণের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো, তোমাদের জীবন উত্তমভাবে কাটবে।

(তাফসীরে কবীর, ৩/৩১৬)

সিদ্দিকে আকবরের বিনয়

☆ এক ব্যক্তি আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে গালাগালী করলো, তখন তিনি (তাঁর

নফসকে উদ্দেশ্য করে) বললেন: **আল্লাহ পাক** তোমার যেই দোষ গোপন রেখেছেন, তা এর চেয়ে আরো বেশি। যেনো তখন তিনি তাঁর নফসকে এই দৃষ্টিতে দেখছিলেন যে, তা **আল্লাহ পাকের** মারিফাত এবং তাঁর প্রতি ভয় করাতে অলসতা করছে, অতএব তিনি তার কথায় রাগ করলেন না, কেননা তিনি নিজের নফসেরই স্বল্পতা মনে করছিলেন। এটা তাঁর মহত্ব ও শান ছিলো। **(ইহইয়াউল উলুম, ১/২১২)**

আল্লাহ পাককে লজ্জা করো

☆ হে লোকেরা! **আল্লাহ পাক**কে লজ্জা করো, তাঁর সত্তার শপথ! যার কুদরতের কবযায় আমার প্রাণ! যখন আমি খোলা ময়দানে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে যাই তখন ছায়া খুঁজে নিই আর **আল্লাহ পাক**কে লজ্জা করে নিজের মাথা ঢেকে নিই। **(মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ২/৪৪, হাদীস ১১৩৩)**

☆ হে লোকেরা! **আল্লাহ পাক**কে লজ্জা করো, খোদার শপথ! যখন আমি ইস্তিঞ্জখানায় যাই তখন **আল্লাহ পাকের** লজ্জার কারণে দেয়ালের সাথে আমার পিঠ লাগিয়ে নিই।

(তারিখুল খোলাফা, ৭৫ পৃষ্ঠা)

সমবেদনা জ্ঞাপনের অনন্য ধরন

☆ যখন সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাউকে সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন তখন বলতেন: ধৈর্য ধারন করাতে কোন বিপদ নেই আর কান্নাকাটিতে কোন উপকার নেই, শুনো! মৃত্যু নিজের পরবর্তির জন্য সহজ আর নিজের পূর্ববর্তির জন্য বেশি কঠিন, তুমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের দিকে তাকালে তবে তোমার নিজের বিপদকে কম মনে হবে এবং **আল্লাহ পাক** তোমাকে অধিক প্রতিদান দিবেন। (ইবনে আসাকির, ৩০/৩৩৬)

☆ আমাদের দরজা বন্ধ করে দাও, যাতে সকাল পর্যন্ত ইবাদতে লিপ্ত থাকে। (তারিখুল খোলাফা, ৭৫ পৃষ্ঠা)

☆ নেককার লোকদের দুনিয়া থেকে একে একে উঠিয়ে নেয়া হবে, শুধু তারাই অবশিষ্ট থাকবে, যারা এমন মূল্যহীন হবে যেমন যব ও খেজুরের ছিলকা আর তাদের সাথে **আল্লাহ পাকের** কোন সম্পর্ক থাকবে না। (তারিখুল খোলাফা, ৮১ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক বিপদাপদে প্রতিদান দেয়া হয়

☆ নিঃসন্দেহে মুসলমানকে সব কিছুতেই প্রতিদান দেয়া হয়, এমনকি ছোট বিপদ আর জুতার ফিতা ছিড়ে

www.dawateislami.net

যাওয়াতেও, তাছাড়া ঐ মালের জন্যও যা তার আস্তিনে লেগে আছে কিন্তু ঐ মুসলমান তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তার এই মাল হারিয়ে যাওয়ার ভয় হলো অতঃপর তা মনের উপর জোরা দিয়ে অর্জন করলো।

(আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১৩৯ পৃষ্ঠা, নম্বর ৫৬৫)

মন্দ কাজ থেকে নিষেধ না করার শাস্তি

☆ যখন কোন জাতী নিজের চেয়ে বেশি সম্মানিত লোকদের মধ্যে নাফরমানি করে এবং সে (সম্মানিত লোক) তাকে এই নাফরমানি থেকে নিষেধ না করে তবে **আল্লাহ পাক** তার উপর এমন বিপদ অবতীর্ণ করবেন, যা তার থেকে দূর হবে না। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৮২, হাদীস ৭৫৫১)

☆ হে লোকেরা! তোমরা এই আয়াত:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ

(পারা ৭, সূরা মায়িদা, আয়াত ১০৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ওই ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো।

পাঠ করো আর এর ভূল অর্থ গ্রহন করো অথচ আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, যখন লোকেরা অত্যাচারীকে দেখে ও তাকে বাধা দেয় না তবে অতি সন্নিকটে যে, **আল্লাহ** তাদের সকলের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/১৫, হাদীস ১)

☆ যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, মানুষকে ক্ষমাকারীরা কোথায়? **আল্লাহ পাক** তাদেরকে ক্ষমা করার প্রতিদান প্রদান করবে। (জামেউল আহাদীস, ১৪/১৮২, হাদীস ২১৯)

সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর দয়াময় দায়িত্বে

☆ হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: হুযুর! আমাকে কিছু অসীয়ত করুন। সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: হে সালমান! **আল্লাহকে** ভয় করো ও জেনে রেখো অতিশীঘ্রই তুমি বিজয় অর্জন করবে, তবে আমি এটা জানিনা যে, এতে তুমি যেই অংশ পাবে, তুমি তা তোমার কাজে আনবে নাকি নষ্ট করে দিবে? কিন্তু একটি বিষয় সর্বদা স্মরন রেখো যে, যেই ব্যক্তি পাঁচ

ওয়াক্ত নামায আদায় করেছে, সে সকাল ও সন্ধ্যা **আল্লাহ পাকের** দয়াময় দায়িত্বে হয়ে থাকে এবং যেই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** দয়াময় দায়িত্বে থাকবে তাদের মধ্যে কাউকে হত্যা করো না, এমন যেনো না হয় যে, তুমি **আল্লাহ পাকের** যিম্মাকে আঁচড় দিলে অতঃপর **আল্লাহ পাক** তোমায় জাহান্নামে অধঃমুখে নিক্ষেপ করলো। (তারিখুল খোলাফা, ৮১ পৃষ্ঠা)

সালমান ফারসীকে উপদেশ

☆ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তোমার জন্য দুনিয়াকে প্রসারিত করে দিয়েছেন, তাই তুমি এখান থেকে প্রয়োজনিয় অংশ নাও।

(দুনিয়া সে বে রগবতি অউর উমিদো কি কমি, ৭২ পৃষ্ঠা)

আশা ও ভয়ের মহান উদাহরন

☆ যদি আসমান থেকে কেউ উচ্চস্বরে ঘোষণা দেয় যে, জান্নাতে শুধু একজন লোকই প্রবেশ করবে, তবে আমি আশা করি যে, সেই একজন আমিই হবো আর যদি আসমান থেকে এই আওয়াজ আসে যে, দোযখে শুধু একজন লোকই প্রবেশ করবে তবে আমার ভয় হয় যে, হয়তো সেই একজন আমিই না হই। (আল লাময়ি ফিল তাসাউফ, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

☆ অনেক সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে (অর্থাৎ ফিতনা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে) দুনিয়া থেকে চলে গেলো। (মুসনাদিল ফেরদাউস, ২/৪৬, হাদীস ৩৭৪৭)

প্রতিবেশির সাথে ঝগড়া করো না

☆ একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর সন্তান হযরত আব্দুর রহমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পাশ দিয়ে গমন করেন, তখন তিনি তাঁর প্রতিবেশিকে ধমক দিচ্ছিলেন, সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: নিজের প্রতিবেশির সাথে ঝগড়া করো না, কেননা তারা তো এখানেই থাকবে কিন্তু যারা তোমার ঝগড়া দেখবে তারা এখান থেকে চলে যাবে (আর বিভিন্ন ধরনের কথা বলবে)। (তারিখুল খোলাফা, ৭৯ পৃষ্ঠা)

☆ কোন শিকারকে ততক্ষণ পর্যন্ত শিকার করা হয়না আর কোন গাছ ততক্ষণ পর্যন্ত কাটা হয়না, যতক্ষণ তারা **আল্লাহ**র যিকির থেকে উদাসীন হয়ে যায় না। (মুসান্নিফ আবনে আবী শায়বা, ৮/১৩৭, হাদীস ৩৫৫৮২। আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ, ১৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৬৭)

☆ এক ভাইয়ের দোয়া অপর ভাইয়ের হকে যা **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, তা কবুল হয়ে যায়। (আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ, ১৪০ পৃষ্ঠা, নম্বর ৫৭৪)

www.dawateislami.net

☆ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই শেরটি উপদেশ হিসাবে পাঠ করতেন:

لَا تَزَالُ تَنْعِي حَبِيْباً حَتّٰى تَكُوْنَهُ وَقَدْ يَرْجُو الْفَتٰى الرِّجَا يَمُوْتُ دُوْنَهُ

অর্থাৎ হে উদাসীন যুবক! তুমি তোমার বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ তো দিতে থাকো, কখনো কি ভেবেছো যে, একদিন তুমিও তাদের ন্যায় নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে, কেননা অনেক সময় কোন কোন যুবক আশা পূরন হওয়ার পূর্বেই আখিরাতের সফরে রাওয়ানা হয়ে যায়।

(আয যুহুদ লিইবনে ইমাম আহমদ, ১৪২ পৃষ্ঠা, নম্বর ৫৯১। তারিখুল খোলাফা, ৮২ পৃষ্ঠা)

পৃথিবীতে আল্লাহর রহমতের ওসীলা

☆ একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মিম্বরে খোতবা দিতে গিয়ে বলেন: আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "ন্যায় পরায়ন ও বিনয় প্রদর্শনকারী বাদশাহ দুনিয়ায় **আল্লাহ পাকের** (রহমতের) ছায়া স্বরূপ এবং তাঁর বল্লম, ব্যস যে ব্যক্তি বাদশাহকে নিজের ও **আল্লাহ পাকের** বান্দার ব্যাপারে উপদেশ দিলো (অর্থাৎ উপকারী কথা জানালো) **আল্লাহ পাক** তার হাশর আপন রহমতের ছায়ায় করবেন, যেইদিন তাঁর রহমতের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না এবং যে

www.dawateislami.net

ব্যক্তি বাদশাহকে নিজের ও **আল্লাহ পাকে**র বান্দার ব্যাপারে ধোকা দিলো **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামতের দিন অপদস্থ করবেন।” (ফযিলাতুল আদেলিন লিআবী নাঈম আসবাহানী, ১২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮)

মদের ভয়াবহতা

☆ কেউ সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি জাহেলিয়তের যুগের মদ পান করেছিলেন, তখন তিনি বললেন: **আল্লাহ**র পানাহ! আমি সর্বদা আমার সম্মান ও মনুষ্যত্বের হিফাযত করতাম আর মদ পানকারীর সম্মান এবং মনুষ্যত্ব উভয়ই নষ্ট হয়ে যায়।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৩০/৩৩৩)

সিদ্দিকে আকবর থেকে বর্ণিত দোয়া সমূহ

সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা করার দোয়া

☆ সমস্ত মসুলমানদের আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমার সম্মানিত আব্বাজান হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সকালে ও সন্ধ্যায় এই দোয়া করতেন (দোয়াটি হলো): “اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ آخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهٗ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ” অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমার শেষ বয়স যেনো ভালো হয়, আমার আমলের পরিণতি যেনো

কল্যাণের উপর হয় এবং আমার দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন তাই হোক, যেদিন আমার তোমার দীদার হবে।” আরয করা হলো: “হে আবু বকর! আপনার এই দোয়া প্রার্থনা করার প্রয়োজন কি? আপনি তো রাসূলের সাহাবী, গুহার সাথী।” বললেন: “অনেক সময় এমন হয় যে, কেউ সারা জীবন জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে থাকে কিন্তু তার শেষ পরিণতি জাহান্নামীদের আমলের উপর হয়ে যায়, আর এমনও হয় যে, কেউ সারা জীবন জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে কিন্তু তার শেষ পরিণতি জান্নাতীদের আমলের উপর হয়ে যায়। (অর্থাৎ সর্বদা **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভীত হতে থাকো)

(কানযুল উম্মাল, ১/১৭৬, হাদীস ১৫৩৭)

জানাযার নামায পড়ানোর পর দোয়া

☆ মুসলমানদের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন কোন মৃতের জানাযার নামায পড়াতেন তখন এভাবে দোয়া করতেন: “ اَللّٰھُمَّ عَبْدُكَ اَسْلَمَهُ الْاَهْلُ وَالْمَالُ وَالْعَشِيْرَةُ وَالذَّنْبُ عَظِيْمٌ وَّاَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ” অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক!** তোমার এই বান্দাকে তার পরিবার পরিজন, ধন সম্পদ এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা সঙ্গী সাথী বিহীন ছেড়ে দিয়েছে, তার গুনাহ

www.dawateislami.net

অনেক বেশি কিন্তু তুমি তো গফুর ও রহিম (তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও)। (মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ৭/২৪২, হাদীস ১১৪৭২)

জান্নাতুন নাঈমের উচ্চ মর্যাদা

☆ হযরত হাসান رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ তাঁর দোয়ায় এভাবে আরয করতেন: " اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ فِيْ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مَا تُعْطِيْنِي الْخَيْرَ رِضْوَانَكَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ " অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার নিকট ঐ জিনিসের প্রার্থনা করছি, যা আমার পরিণতির জন্য ভালো হয়। হে **আল্লাহ পাক**! তুমি যেই কল্যাণই আমাকে দান করেছো, তার পরিণতি তোমার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতুন নাঈমের উচ্চ মর্যাদা বানিয়ে দাও।

(আয যুহুদ লিল ইমাম আহমদ, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৮৪)

জিনিসপত্রে সকল নেয়ামতের প্রার্থনা

☆ হযরত আব্দুল আযীয বিন আবু সালামা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এভাবে দোয়া করতেন: " اَسْاَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي الْاَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَالشُّكْرَ لَكَ عَلَيْهَا حَتّٰى تَرْضٰى وَبَعْدَ الرِّضَا وَالْخَيْرَةَ فِيْ جَمِيْعِ مَا يَكُوْنُ فِيْهِ الْخَيْرَةُ بِجَمِيْعِ مَيْسُوْرِ الْاُمُوْرِ كُلِّهَا لَا بِمَعْسُوْرِهَا يَا كَرِيْمُ " অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার

www.dawateislami.net

নিকট সকল জিনিসপত্রে সমস্ত নেয়ামতের (অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি) প্রার্থনা করছি এবং এতে আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করার তৌফিক দান করো, এমনকি তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও আর হে **আল্লাহ পাক**! আমার যতগুলো কল্যাণময় কাজ রয়েছে, সেই সবের কল্যাণ কোন সমস্যা ছাড়াই সহজতার সহিত দান করো।

(মওসুআতু ইমাম ইবনে আবীদ দুনিয়া, ১/৫০২)

ঈমানের দৃঢ়তা, সত্য বিশ্বাসের দোয়া

☆ তাঁর দোয়ায় এই বাক্যও থাকতো: "اَللّٰهُمَّ هَبْ لِيْ إِيْمَانًا وَّيَقِيْنًا وَّمُعَافَاةً وَّنِيَّةً" অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে ঈমানের দৃঢ়তা, সত্য বিশ্বাস, সকল বিপদাপদ ও বালা থেকে নিরাপত্তা এবং সত্য নিয়্যত দান করো।

(মওসুআতু ইমাম ইবনে আবীদ দুনিয়া, ১/২১)

আল্লাহর রহমতের প্রার্থনা

☆ তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এভাবেও দেয়া করতেন: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِیْ لَا تَنَالُ مِنْكَ اِلَّا بِالْخُرُوْجِ" অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমি তোমার নিকট তোমার ঐ রহমতের প্রার্থনা করছি, যা তুমি তোমার পথে বের হওয়া ব্যক্তিদের দান করে থাকো।

(কানযুল উম্মাল, ১/২৮৫, হাদীস ৫০৩০)

www.dawateislami.net

আমার নিকট সত্যকে প্রকাশ করো

☆ তাঁর দোয়াসমূহের মধ্যে একটি দোয়া এটিও রয়েছে: " اَللّٰهُمَّ اَرِنِى الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنِى اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنِى الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُقْنِى اجْتِنَابَهٗ وَ لَا تَجْعَلْهُ مُتَشَابِهًا عَلَىَّ فَاَتَّبِعَ الْهَوٰى" অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক!** আমার নিকট সত্যকে প্রকাশ করে দাও এবং আমাকে এর আনুগত হওয়ার তৌফিক দান করো আর বাতিলকে আমার সামনে প্রকাশ করে দাও এবং আমাকে তা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করো ও একে আমার জন্য সন্দেহজনক বানিওনা যে, আমি প্রবৃত্তির অনুসরন করতে শুরু করবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫/১৩৪)

www.dawateislami.net

এই উম্মতের সর্বপ্রথম জান্নাতী

আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ নবী صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم ইরশাদ করেন: জিব্রাঈল আমীন (علیہ السلام) আমার কাছে আসে আর আমার হাত ধরে জান্নাতের ঐ দরজা দেখায়, যেটা দিয়ে আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। সিদ্দিকে আকবর رضی اللہ عنہ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم! আমার বাসনা হলো: ঐ সময় আমারও যদি আপনার সাথে থাকার সৌভাগ্য হতো, তবে আমিও ঐ দরজা দেখে নিতাম। রহমতে আলম হুযুর صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم ইরশাদ করলেন: আবু বকর! তুমি হচ্ছো আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ কারী ব্যক্তি। (আবু দাউদ, ৪/২৮০, হাদীস: ৪৬৫২)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৬

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net